জমে উঠেছে

আহমেদ আল আমীন

ক্রমাগত দেশে বোমা হামলা নিয়ে বইমেলায় আতঙ্ক ছিল। এ কারণে বইমেলা, টিএসটিসতে নেয়া হয় কঠোর নিরাপত্তা। এরই মধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের জমজমাট সন্ধ্যাকে ম্লান করে দিয়ে বাংলা একাডেমীর কোলঘেঁষে অবস্থিত টিএসসির সামনের সড়ক দ্বীপ বোমার আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। অমর একুশে বইমেলা শুরু হওয়ার আগে যে আশঙ্কা জনমনে ছিল তাই বাস্তবে পরিণত হলো র‍্যাব-পুলিশের উপস্থিতিতে। পরদিনই মেলায় লোকসমাগম তেমন ছিল না। লাইনে দাঁড়াতে হয়নি কাউকে। বিশেষ করে শিশুদের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। শিশু চত্বর ছিল পুলিশ আর বয়স্কদের দখলে।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বইমেলায় প্রচুর ভিড় দেখা গেছে। দীর্ঘ লাইন পড়েছে আবারও। বাড়ছে মানুষের ভিড়। তবে তা নিয়ন্ত্রণে এখনো বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা দেখা যায়নি। বরাবরের মতো মেলার মাঝখানের গেট বন্ধ রাখা হয়েছে এবং মাত্র দুটি মেটাল ডিটেক্টর সংবলিত দরজা ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে নীতিমালা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট অবস্থানে যেতে পারেনি বাংলা একাডেমী। মেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এলেও নিজ নিজ স্টলে নিজ নিজ প্রকাশনীর বই বিক্রি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী ও প্রকাশকদের সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়। তাছাড়া নীতিমালা ভঙ্গকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করার কোনো উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

বই আছে, ওরা নেই

এবারের মেলায় শিশু-কিশোরদের উচ্ছলতা তেমন চোখে পড়েনি। বাবা-মার হাত ধরে উৎসুক দৃষ্টিতে রঙিন মলাট খুলতে কমই দেখা গেছে শিশুদের। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি আর টিএসসিতে বোমা হামলার পর তাদের কোলাহল আরও থেমে গেছে। তবে স্টলগুলো দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না। এবার শিশুদের বই এসেছে প্রচুর। 'কার্টুন-কমিক্স, রূপকথা, সায়েন্স ফিকশন, ছড়া-অ্যাডভেঞ্চার সবকিছুর আয়োজন করেছিলেন প্রকাশকরা। অথচ তাদের আয়োজন অনেকটা ব্যর্থই বলা চলে।

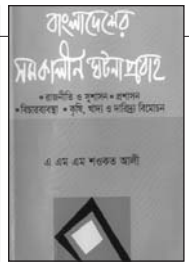

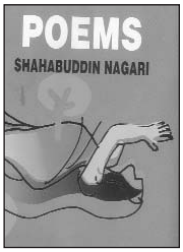

এ ব্যাপারে জাগৃতির স্বত্বাধিকারী ফয়সাল আরেফীন দীপন জানালেন, 'মেলায় এবার আমাদের ৪০টির মতো নতুন বই এসেছে। এবার আমরা শিশু সাহিত্যের ওপর জোর দিয়েছিলাম। কেননা, এবারই অমর একুশে বইমেলা বাদে আর কোথাও মেলা হচ্ছে না। গত কয়েক বছর বাণিজ্য মেলার কারণে বইমেলা ঠিক ঝলসে উঠতো না। তাই এবার আশা ছিল প্রচুর ভিড় হবে, সঙ্গে থাকবে মনোযোগী পাঠক ও ক্রেতা। অথচ বিক্রি আশানুরূপ হয়নি। বাবা-মা নিজের জন্য বই না কিনলেও সন্তানের জন্য কিনে থাকেন। অথচ এবার এতো কিশোর ক্লাসিক থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ দেশের পরিস্থিতি ও সম্প্রতি টিএসসিতে বোমা বিস্ফোরণ। বোমাতঙ্কের কারণে শিশু-কিশোররা বঞ্চিত হচ্ছে মেলার আমেজ থেকে। তাছাড়া দীর্ঘ লাইনের একটা বিরক্তিও শিশুদের অনাগ্রহী করে তুলছে।

একই কথা জানালেন ওয়ার্ল্ড অব চিলড্রেন'স বুকসের স্বত্বাধিকারী মুস্তাফা পান্না। 'নিরাপত্তাজনিত কারণে শিশুদের ভিড় এবার কম। আমরা ৬-১০ বছর বয়সীদের উপযোগী বই করে থাকি। বাজারে মানসম্পন্ন শিশু সাহিত্যের যথেষ্ট অভাব। আমরা চেষ্টা করি আকর্ষণীয় ও মজাদার বইগুলো শিশুদের হাতে তুলে দিতে। বাজারে শিশু-উপযোগী বইগুলোতে তথ্যের ঘাটতি কিংবা ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। তাই শিশুদের বই অনুমোদনের জন্য একটা পৃথক কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। এতে করে মানসম্পন্ন বই বেরিয়ে আসবে। মেলায় শিশু চত্বরটি আরো বড় হওয়া উচিত। শিশুদের বই দেখার পাশাপাশি একটু বিশ্রামের জায়গাও থাকা দরকার। আর নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আমাদের নিরাপত্তা যারা দিচ্ছে তারা সত্যিকার অর্থে দক্ষ কি না তা ভাবার সময় এসেছে।

ঝিঙেফুল এবারের মেলায় নিয়ে এসেছে ১৯টি শিশুতোষ গ্রন্থ। স্বত্বাধিকারী গিয়াস উদ্দিন খসরু জানালেন, শিশুরা ভবিষ্যৎ কর্ণধার। মেধা শৈশব থেকেই গড়ে তুলতে হবে। তাই ওদের বইগুলোও হওয়া উচিত মজাদার ও আকর্ষণীয়। তাছাড়া ক্লাসিক রূপকথার গল্পগুলো ছবি দিয়ে প্রকাশিত বলে পড়ার আগ্রহ বাড়বে। আমি মনে করি না শিশুদের উপস্থিতি মেলায় কম, বরং শিশুরা উৎসাহ নিয়ে আসছে বইও কিনছে, যা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ।

ছোট কাগজের কথা

অমর একুশে বইমেলার বটতলায় যথারীতি বসে ছোট কাগজের মেলা। সারা বছর তরুণ লেখকরা ব্যস্ত থাকে লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে। মেলা তাই লিটল ম্যাগাজিন লিখিয়েদেরও মিলনমেলা। তরুণ কচি কচি হাতগুলোর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন আর ভাবনা

ছড়িয়ে থাকে কাগজগুলোর পাতায় পাতায়। এবার বটতলায় গিয়ে পাওয়া গেছে শালুক, উল্লেখ, কহন, শূন্য, অনিন্দ্য, প্রক্ষেপণ, মেইন রোড, ছাপখানা, চিহ্ন সূনৃত- এই কাগজগুলো। শালুক সম্পাদক কবি ওবায়েদ আকাশ ২০০০কে বলেন, এখন পর্যন্ত মেলায় যেসব লিটল ম্যাগাজিন এসেছে তা সন্তোষজনক নয়। আনাড়ি হাতে লেখা, তাই মানের দিক থেকে কাঁচাই বলা যায়। তবে লিটল ম্যাগাজিন আনাড়িদের হাতকেই শক্ত করে। তরুণরা লিখতে লিখতেই দক্ষ হবে। বিক্রি হচ্ছে ভালোই। যারা লিটল ম্যাগাজিন পড়েন, সাহিত্যের খোঁজ রাখেন তারাই কিনে থাকেন। তাই বিক্রিও ততোটা খারাপ নয়।

মেলায় আসা নতুন বই

জাগৃতি থেকে এসেছে শহীদুল্লাহ সিরাজির শুধু ছোটদের গল্প, রিদাত ফারহান সম্পাদিত বিশ্বের সেরা রূপকথা, বিশ্বের সেরা হাসির গল্প, অনীশ দাস অপু সম্পাদিত সাত সমুদ্দুর তেরো নদী, আসমার ওসমানের প্রাণিজগতের যত কথা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি; আসমার ওসমান অনূদিত মার্ক টোয়েনের দি অ্যাডভেঞ্চার অব টমসয়্যার, দি অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলবেরী ফিন; রিদাত ফারহান সম্পাদিত বিশ্বের সেরা ক্লাসিকস্।

সাহিত্য প্রকাশ থেকে এসেছে মফিদুল হক অনূদিত হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেনের রূপকথার রাজ্যে।

অনন্যা থেকে এসেছে মিনা ফারাহর পরবাসী, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ধর্ম, রাষ্ট্র, রাজনীতি, মাসুদা ভাট্টির মনসূত্র।

সময় থেকে এসেছে আসলাম সানীর বাত মেরা সাচ্চা ঢাকা বাহুত আচ্ছা, ধ্রুব এষের তিশানের দ্বিতীয় জগৎ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের আমার উপস্থাপক জীবন।

মাওলা থেকে এসেছে মশিউল আলমের ঘোড়া মাসুদ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের দায়মুক্তি, ফরহাদ মজহারের কবিতা সংগ্রহ।

সূচীপত্র থেকে এসেছে আলী আহাম্মদ খান আইয়োবের বাংলাদেশের হাজং সম্প্রদায়, আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদকের কলমে, মালেকা বেগমের রমণীয় নয়, এ এম এম শওকত আলীর বাংলাদেশের সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ।

শ্রাবণ থেকে এসেছে বদরুদ্দীন উমরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, আনু মুহাম্মদের বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ, কবি শামসুর রাহমানের ইচ্ছে হলো যাই ছুটে যাই।

ঐতিহ্য থেকে এসেছে, হুমায়ূন আহমেদের ছোটদের যত লেখা, সানাউল্লাহর ভারতের ভোটের রাজনীতি, রফিকুল ইসলামের ঢাকার কথা, আবুল বাশার ফিরোজের শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও গ্রন্থ পরিচয়।

মুক্তধারা থেকে এসেছে মামুনুর রশীদের ওরা কদম আলী।

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা থেকে এসেছে সন্‌জীদা খাতুনের সংস্কৃতি কথা, সাহিত্য কথা। অন্য প্রকাশ থেকে এসেছে কাজী

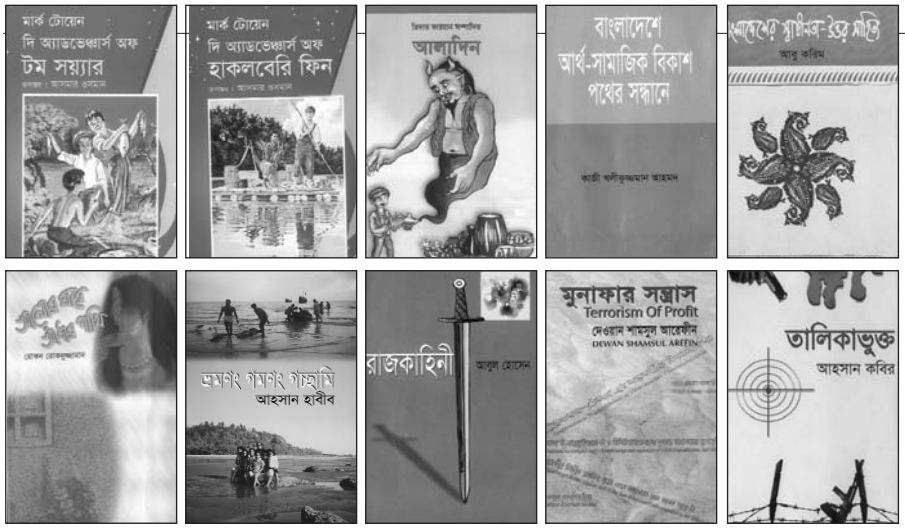

খলিকুজ্জমান আহমদের উন্নয়নের কথা মানুষের কথা। সৈয়দ শামসুল হকের মার্জিনে মন্তব্য, মহাদেব সাহার প্রেম ও ভালোবাসার কবিতা। ইমদাদুল হক মিলনের একা, আবেদ চৌধুরীর দূর্বা শিশির ও পর্বতমালা, আনোয়ারা সৈয়দ হকের কার্নিসে ঝুলন্ত গোলাপ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রভুর যত ইচ্ছা।

র‍্যামন থেকে এসেছে ফয়েজ আলম অনূদিত এডওয়ার্ড সাঈদের অরিয়েন্টালিজম।

আহমদ পাবলিশিং থেকে এসেছে জাফর আলম অনূদিত কুররাতুল আইন হায়দারের শেষ রাতের সহযাত্রী, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু অনূদিত আমিন মালো ফের ওমর খৈয়ামের সমরখন্দ।

অনুপম থেকে এসেছে ভবেশ রায়ের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ শত বাঙালি মনীষীর কথা, মুনতাসীর মামুনের আইন, আদালত ও জনতা।

ইউপিএল থেকে এসেছে ইউপিএল সাহিত্য সংগ্রহ ২০০৩, আমান উল্লাহ আহমেদের Dickens And Other Essays, মোহাম্মদ বদরুল আহসানের A Good Man in the Woods and other essays. এই ব্রেমারের Can Bangladesh be protected from flood?

বিশাকা থেকে এসেছে ওবায়েদ আকাশের কুয়াশা উড়ালো যারা।

আগামী থেকে এসেছে ফাহমিদুল হকের এ শহর আমার নয়, আবু হাসান শাহরিয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

পার্ল থেকে এসেছে রোমেন রায়হানের ভালোবাসা মানে পয়সা খরচ পরীক্ষা ফেল বাবার ধমক, কাজী খুরশীদুজ্জামান উৎপলের ফিরে দেখা।

ঘাস-ফুল-নদী থেকে এসেছে চার্চিল-স্তালিন-রুজভেল্ট পত্র বিনিময়, সমরেশ বসুর গঙ্গা, মেজর জেনারেল (অবঃ) এসএস উবানের ফ্যান্টমস অব চিটাগাং।

মীরা থেকে বুলবুল চৌধুরীর পথের গায়েন। সূচীপত্র থেকে মানুষের গায়েন। জোছনা পাবলিশার্স থেকে নির্বাচিত কিশোর। সুচয়নী থেকে গাঁও গেরামের গল্পকথা। খান ব্রাদার্স থেকে শ্রেষ্ঠ গল্প।

ঐতিহ্য থেকে এসেছে ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও কাজী জাহেদ ইকবালের ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাস, অনু হোসেনের শিল্পের চতুষ্কোণ, হোসেন তৌহিদ জুয়েলের আনন্দ বেদনার গল্প, রিফাত নিগার শাপলার ঢাকায় ফড়িং।

দিব্য প্রকাশ থেকে এসেছে হুমায়ূন আহমেদের কহেন কবি কালিদাস, শাহাবুদ্দিন নাগরীর Poems।

মেলায় এসেছে কবি ইমন মুর্শেদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার বই 'মনোলগ'। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেছিন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ।

আরক প্রকাশনী থেকে এসেছে রোকনুজ্জামানের আলোর ঘরে আঁধার পাখি।

কথাশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর ৫টি বই এসেছে। এর মধ্যে তার লেখা প্রিয় বইটির 'নাম মানুষের মুখ'। এ ব্যাপারে তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমার লেখা গ্রামের মানুষকে ঘিরে। বদলে যাচ্ছে গ্রাম আর তার পরিবেশ আর মানুষও। বাড়ছে সম্পর্কের জটিলতাও। এ নিয়েই বইগুলোতে লেখা হয়েছে।' 'মানুষের মুখ' বইটি অত্যন্ত প্রিয় কেননা এতে নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, সুবর্ণার মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বৈচিত্র্য নিয়েও লেখা আছে। আশা করি পাঠকেরও ভালো লাগবে।

দীর্ঘ লাইন দিয়েও মানুষ একুশের বইমেলায় আসছে। বোমা আতঙ্ক বাঙালিকে বইমেলা থেকে দূরে রাখতে পারেনি। প্রকাশকরা জানিয়েছেন, বইমেলায় বই বিক্রিও ভালো হয়েছে। বাঙালির রক্তস্নাত দিন একুশকে ঘিরে বইমেলা এ সপ্তাহে আরো জমে উঠবে।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪